চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক জীবন

মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি

চা বাগানসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানান জাতিসত্তার মহা মিলনক্ষেত্র এবং তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। চা বাগানের মানুষের ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে যারা ভাবেন ও গবেষণা করতে আগ্রহী এবং চা বাগানে যারা সংস্কৃতি চর্চা করেন এ মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি মূলত তাদের জন্য।

চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক জীবন
মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
ডাইভারসিটি ফর পিস উদ্যোগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)
২০২০

চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক জীবন
মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
রবিউল্লাহ
জেমস সুজিত মালো

যাঁরা লিখেছেন
ফিলিপ গাইন, ড. অশোক বিশ্বাস, ড. মাসুদুল হক, সুনীল বিশ্বাস, পরিমল সিং বাড়াইক, আশা অরনাল ও জেমস সুজিত মালো।

কৃতজ্ঞতা

ডাইভারসিটি ফর পিস উদ্যোগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি): রবার্ট স্টোলম্যান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইউএনডিপি ও রেবেকা সুলতানা, প্রকল্প কর্মকর্তা, ইউএনডিপি

চা বাগান: সুনীল বিশ্বাস, রামভজন কৈরী, পরিমল সিং বাড়াইক, আশা অরনাল, সঞ্জয় কৈরী, সুবল মালাকার, নৃপেন পাল এবং যেসব সাংস্কৃতিক দল জরিপে অংশ নিয়েছে তাদের শিল্পীবৃন্দ

চা বাগানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: প্রতীক থিয়েটার, বসুন্ধরা থিয়েটার, পালকীছড়া ঝুমুর দল, রাঁচী ঝুমুর নৃত্য গ্রুপ, তেলেগু একতা যুব সংঘ, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (শমশেরনগর শাখা), মুন্ডা সাংস্কৃতিক দল, শব্দকর সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, বসন্ত স্মৃতি নাট্যগোষ্ঠী, সুর নিকেতন সমাজ কল্যাণ সংস্থা, শ্রীশ্রী সীতারাম সাংস্কৃতিক সংঘ, সাঁওতাল সমাজ কল্যাণ পরিষদ, লালটিলা বস্তি যুব সংঘ, গীতাঞ্জলী ক্লাব, দ্বিপ শিখা সংঘ, বাংলাদেশ বাড়াইক সমাজ কল্যাণ পরিষদ (বাসকপ), হিন্দি রামায়ণ দল ও কালিঞ্জি পুঞ্জি খাসি সাংস্কৃতিক দল

সেড: প্রসাদ সরকার, বাবুল বৈরাগী, রবিউল্লাহ ও জেমস সুজিত মালো

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১৪৭/১, গ্রীন ভ্যালী, ফ্ল্যাট নং: ২এ (৩য় তলা)
গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

প্রকাশকাল: ২০২০

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৯৪৬৭-২

ISBN: 978-984-34-9467-2

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি: ফিলিপ গাইন

শিল্পীদের ছবি
প্রতীক থিয়েটার: ফিলিপ গাইন, বসুন্ধরা থিয়েটার: সুবল মালাকার, অন্যসব দলের শিল্পী: সঞ্জয় কৈরী
কম্পোজ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: প্রসাদ সরকার

মুদ্রক: কালার গ্রাফিক

মূল্য: ১৫০ টাকা

স্বত্ত: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) বাংলাদেশ

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)'র উদ্যোগে ডাইভারসিটি ফর পিস-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে ইউএনডিপি এবং ডাইভারসিটি ফর পিস-এর নয়।

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

Cha Sramiker Sangskritik Jibon: Monograph O Dirctory (Cultural Life of the Tea Workers: Monograph and Directory) gives a brief overview of cultural life of the tea workers and their communities who are one of the most marginalized peoples of Bangladesh. Although their life is beset by poverty and deprivation, they demonstrate diverse ethnic identities, rich cultures, languages and social life. It is basically a directory of cultural groups, activists and artists in the tea gardens in Sylhet, Moulvibazar and Hobiganj districts. It is primarily for use of cultural activists, linguists, researchers, journalists, development workers, trainers dealing with tea communities and anyone interested in life and culture of the tea workers.

সূচি

মুখবন্ধ v

ভূমিকা: বাংলাদেশের চা-শ্রমিক এবং তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ১
— ফিলিপ গাইন

চা-শ্রমিকের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা ১১
— ড. অশোক বিশ্বাস ও ড. মাসুদুল হক

চা বাগানে সক্রিয় সাংস্কৃতিক দল ও শিল্পীগোষ্ঠী ৫৫
— *লেখা ও তথ্য বিশ্লেষণ:* ফিলিপ গাইন ও প্রসাদ সরকার।
মাঠ জরিপকারী: সুনীল বিশ্বাস, পরিমল সিং বাড়াইক, আশা অরনাল, সঞ্জয় কৈরী ও সুবল মালাকার

প্রতীক থিয়েটারের কথা ১১৪
— সুনীল বিশ্বাস

চা বাগানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: কিছু নির্বাচিত জাতিগোষ্ঠীর নৃত্যগীত ১২৪
— পরিমল সিং বাড়াইক ও আশা অরনাল

বাংলাদেশের চা জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে প্রকাশনা ১২৮
— সংকলন: ফিলিপ গাইন ও জেমস সুজিত মালো

চা বাগানের মানচিত্র ও চা বাগানের সকল জাতিগোষ্ঠীর উপর পোস্টার ১৩৩-১৩৪

মুখবন্ধ

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলাসমূহের চা বাগানগুলোতে আমরা যাদেরকে শ্রমিক হিসাবে দেখি তাদের একটি পরিচয় তারা চা-শ্রমিক। ব্রিটিশ আমলে তাদেরকে 'কুলি'ও বলা হতো। বড় বড় সব চা বাগানে যেসব শ্রমিক কাজ করেন ও তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাঁচ পুরুষ ধরে বসবাস করছেন তাদের পচানব্বই শতাংশের মতো হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং তারা বাঙালি নন। এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদের মধ্যে জাতি-পরিচয়ের বৈচিত্র্য অবাক করার মতো। এ নিয়ে বিস্তারিত আছে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান (সেড) প্রকাশিত 'স্লেভস ইন দিজ টাইমস: টি কমিউনিটিজ অব বাংলাদেশ' বইয়ে যা ২০১৬ সালে প্রকাশিত।

সহজেই অনুমান করা যায় এতো সব জাতিসত্তার মানুষ যেখানে বাস করে সেখানে সংস্কৃতি ও ভাষার বৈচিত্র্য চমকপ্রদ হবারই কথা। সেড চা বাগানে কাজ শুরু করে দুই দশক আগে থেকে। তবে ২০০৪ সাল থেকে গবেষণা জোরদার করে। নানা ধরনের গবেষণা, অনুসন্ধান, চা শ্রমিকদের ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছে সেড। তবে এসবের পাশাপাশি সবসময় চা বাগানের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর নজর দিয়েছে।

২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেড চা বাগানের সংস্কৃতি নিয়ে আলাদা করে কাজ করার একটি সুযোগ পেয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)'র উদ্যোগ ডাইভারসিটি ফর পিস-এর মাধ্যমে। এ উদ্যোগের ফলে সেড সাংস্কৃতিক দলসমূহের উপর প্রাথমিক গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক দলসমূহকে সংগঠিত করার সুযোগ পেয়েছে। সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় মাঠ-জরিপ করে ৩২টি সাংস্কৃতিক দলের খোঁজ পাওয়া গেছে। চা শ্রমিকের জীবন চা বাগান ও লেবার লাইনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চা নিজেদের মধ্যে চিত্তবিনোদন ও যোগাযোগের বন্ধন সুদৃঢ় করে রেখেছে। চা বাগানের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি চর্চা তা বাঙালিদেরকেও আকৃষ্ট করে। আমরা ইউএনডিপি'র উদ্যোগ ডাইভারসিটি ফর পিস-এর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে চা বাগানের মানুষ ও বাঙালির মধ্যে যোগাযোগ বাড়াবার একটা সুযোগ পেলাম। এ প্রকাশনা, সংস্কৃতি নিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র এবং একটি পোস্টার চা জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে আরো বেশি জানার ও বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ ব্যাপারে আমরা সবাই ইউএনডিপি'র সহয়োগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব।

এ প্রকাশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চা বাগানে প্রচলিত ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ। এ নিয়ে দুই গবেষক, ড. অশোক বিশ্বাস ও ড. মাসুদুল, আমাদের সাথে কাজ করেছেন। চা বাগান এলাকায় এখনো ১৩টির মতো ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে বাংলা, মণিপুরি ও খাসি ভাষা অন্তর্ভুক্ত। দুঃখজনক হলো চা বাগানের অনেক জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলছে। আবার ভাষার মিশ্রণও চা বাগানে বিশেষভাব লক্ষণীয়। চা বাগানের 'জংলী' ভাষা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চা বাগানের ভাষাসমূহের সুরক্ষা কতো গুরুত্বপূর্ণ তার উপর গবেষকদ্বয় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ যা আমরা এ বইয়ে প্রকাশ করলাম তা সূচনামাত্র।

আমরা যখন চা বাগানের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রকাশনা খুজলাম তখন হাতেগোনা কিছু পেলাম। সেসবের উপর বর্ণিত গ্রন্থপুঞ্জি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ প্রকাশনার সব শেষে। এ ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশনাটি করতে পেরে আমরা আনন্দিত। যারা চা শ্রমিক ও চা জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহী তাদের কাছে এ প্রকাশনাটি সমাদৃত হবে এমনটাই আমরা আশা করি।

ফিলিপ গাইন
সম্পাদক

চা শ্রমিকের সাংস্কৃতিক জীবন

মনোগ্রাফ ও ডাইরেক্টরি

SEHD
Society for Environment and Human Development

DIVERSITY FOR PEACE

UNDP